

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ২২, ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৭ শ্রাবণ, ১৪২৬/২২ জুলাই, ২০১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৭ শ্রাবণ, ১৪২৬ মোতাবেক ২২ জুলাই, ২০১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০১৯ সনের ১৫ নং আইন

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৩নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০১৩ সনের ২৩নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৩নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর উপধারা (৩) এ উল্লিখিত “অ্যানালগ,” শব্দ ও কমা বিলুপ্ত হইবে।

(১৯৯৮৩)
মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। ২০১৩ সালের ২৩নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর—

(ক) উপধারা (১) এর দফা (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ড) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটের ১ (এক) জন শিক্ষক ও ১(এক) জন চলচ্চিত্র নির্মাতাসহ অন্যান্য ৪(চার) জন অনধিক ৬ (ছয়) জন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বরণ্য ব্যক্তিত্ব;”;

(খ) উপধারা ২ এ উল্লিখিত “৩ (তিন)” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে “২ (দুই)” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ২০১৩ সনের ২৩নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর—

(ক) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ঘ) চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও আয়োজন, এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং ডিপ্লোমা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর ডিগ্রিসহ সফলভাবে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কোর্স সম্পন্নকারীগণকে সনদ প্রদান;”;

(খ) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(চ) চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎসব, কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদি আয়োজন;”, এবং

(গ) দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ঝ) চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সম্মাননা, পুরস্কার, ইত্যাদি প্রদান; এবং”।

৫। ২০১৩ সালের ২৩নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত “তদারকি” শব্দটির পরিবর্তে “তদারকি ও পাঠ্য বিষয় নির্বাচন” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ক) সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে গভর্নিং বডি কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;”;

(গ) দফা (জ) এ উল্লিখিত “বেসরকারি” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) দফা (ঝ) এ উল্লিখিত “দুইজন শিক্ষক বা প্রশিক্ষক” শব্দগুলির পরিবর্তে “একজন সিনিয়র প্রশিক্ষক ও একজন প্রশিক্ষক” শব্দগুলি, শেষে উল্লিখিত “।” দাঁড়ি চিহ্নটির পরিবর্তে “;” সেমিকোলন চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঞ) ও (ট) সংযোজিত হইবে, যথা :—

“(ঞ) ইনস্টিটিউটের সকল একাডেমিক বিভাগের মুখ্য প্রশিক্ষক;

(ট) গভর্নিং বডি কর্তৃক মনোনীত একজন মুখ্য প্রশিক্ষক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।”।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।